

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.11
Pages	177-199
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry.
হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ ।। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ।। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৯২ ।। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ + ১৭৪ (ডবল ক্রাউন ১/৪) ।। প্রচ্ছদ ও নক্‌শা : খালিদ মাহমুদ মিঠু ।। মূল্য : ৫৭০.০০ টাকা ।।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১

এখন থেকে ১০০ বছরেরও বেশি আগে (১৮৮৬) কলকাতার বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুদ্রিত বাংলা পুঁথির সংগ্রহে বিস্মিত হয়ে পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে আগ্রহ অনুভব করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব পান [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৩ : (২)]। পুঁথি সংগ্রহের কাজে তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে (১৯০৭) শাস্ত্রী *চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়* নামে একটি পুঁথি পান [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৩ : (৪)]। নেপালের পেশাজীবী নকলবিদের সাহায্য নিয়ে তিনি এর একটি প্রতিলিপি তৈরি করেন।[১]

শাস্ত্রী তাঁর পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করলে পণ্ডিতমহলে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয় [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২২৩ : (১৮)]। আবিষ্কারের প্রায় এক দশক পরে (১৩২৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৫ সংখ্যক গ্রন্থ হিসেবে সরোজবজ্রের *দোহাকোষ* এবং কাহ্নপাদের *দোহাকোষ* ও *ডাকার্ণব*-এর সঙ্গে *চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়* মুদ্রিত হয় *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* নামে। এই সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।[২]

বিশের দশকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন দুজন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এর আগে অবশ্য (১৯২০) বিজয়চন্দ্র মজুমদার *তাঁর History of the Bengali Language* গ্রন্থে চর্যাগীতির ভাষাবিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন [Bijay Chandra Mazumdar 1920]। সুনীতিকুমার ১৯২১ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. লিট. ডিগ্রির জন্যে The Origin and Development of the Bengali Language শীর্ষক যে অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করেন, তাতে তিনি চর্যাগীতিকে বাংলা ভাষার আদিরূপ বলে প্রমাণ করেন [Suniti Kumar Chatterji ১৯৯৩ : ১১০ - ১২৩]। সুনীতিকুমার অবশ্য চর্যার অনেক শব্দের পাঠ নির্ণয় করলেও চর্যাগীতির কোনো সম্পূর্ণ পাঠ তৈরী করেন নি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. ডিগ্রির জন্য কাহ্ন ও সরাহের অন্যান্য কবিতার সঙ্গে তাদের চর্যারও পাঠ নির্ণয় এবং অনুবাদ করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভটি *Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha* নামে প্যারিসে মুদ্রিত হয় ১৯২৮ সালে [Muhammad Shahidullah ১৯৭৪ : I] শহীদুল্লাহ্ চর্যাগীতির অনুবাদসহ সম্পূর্ণ পাঠ নির্দেশ করেন *Dacca University Studies* (১৯৪০)-এ "Buddhist Mystic Songs" নামে *[Muhammad Shahidullah ১৯৭৪ : i]*। করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ সালে এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে [Muhammad Shahidullah ১৯৭৪ : ii]। বাংলা একাডেমী এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করে ১৯৬৬ সালে। *Buddhist Mystic Songs*

ছাড়াও শহীদুল্লাহ্ *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সাহিত্য পত্রিকা* এবং তাঁর *বাংলা সাহিত্যের কথা* গ্রন্থে চর্যাগীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন যে চর্যাসহ বহু অপভ্রংশ পুস্তকের অনুবাদ রয়েছে তিব্বতি তেঙ্গুরে৩ [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৩ : (১৯)]। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ-বিষয়ে অন্যত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন [Muhammad Shahidullah ১৯৭৪ : XI]। তিব্বতি অনুবাদ থেকে চর্যাপদের পাঠ-প্রদান এর সংস্কৃত ছায়া এবং এ-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *Journal of the Department of Letters*-এ 'Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Charyapadas' [Prabodh Chandra Bagchi ১৯৩৮ : ১-১৫৬]। এর চার বছর আগে অবশ্য প্রবোধ বাগচী *Calcutta Orienal Journal*-এ চর্যার সাধন-পদ্ধতি ও ধর্মবিশ্বাসের উপর আলোচনা করেন [সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৫ : ২]। শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রীর সংশোধন ও সম্পাদনায় প্রবোধ বাগচীর চর্যাগীতি শান্তিনিকেতন থেকে মুদ্রিত হয় *Caryagiti—Kosa of Buddhist Siddhas* নামে ১৯৫৮ সালে [সৈয়দ আলী আহসান ১৯২৫ : ৪]। এর প্রথম অংশে দেবনাগরী অক্ষরে চর্যাগুলি মুদ্রিত হয় এর সংস্কৃত ছায়াসহ [Kvaerne ১৯৮৬ : ১৪]।

সুকুমার সেন চর্যাগীতি নিয়ে পৃথকভাবে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন *Indian Linguistics*-এ 'Old Bengali Texts or Caryagitikosa' নামে [সুকুমার সেন ১৯৫৬ : (১)] ১৯৪৪ সালে। এতে ছিল চর্যার ইংরেজি-অনুবাদ ও পাঠ-নির্দেশ টীকা। এর আগের বছর একই পত্রিকায় মুদ্রিত হয় সুকুমার সেনের 'Index Verborum of the Old Bengali Carya Songs and Fragments' [সুকুমার সেন ১৯৫৬ : (৪)]। এর প্রায় এক দশক পরে (১৯৫৬) 'অনেক স্থানেই পাঠ বদলাইবার চেষ্টার অনাবশ্যকতা' বুঝতে পেরে সুকুমার সেন প্রকাশ করেন *চর্যাগীতি-পদাবলী* [সুকুমার সেন ১৯৫৬ : (২)]। নতুন ব্যাখ্যা, টিপ্পনী, পাঠান্তর, অনুবাদে বাহ্য ও সন্ধা অর্থ দেওয়া, বুৎপত্তিসহ শব্দকোষ, প্রভৃতির ফলে এটি চর্যার একটি প্রমাণ্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় চর্যার ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন *The Old Bengali Language and Text*-এ ১৯৬৩ সালে [Tarapada Mukherji ১৯৬৩]। গ্রন্থে মূল পাঠ ও শব্দসূচিও রয়েছে। *চর্যাগীতি* নামে একই লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ -১৩১ এ [তারাপদ মুখোপাধ্যায় ১৩৮৫]। চর্যার লিপির বিশ্লেষণ এর বিশেষ আকর্ষণ।

সত্তুরের দশকের শুরুতে চর্যার একটি ফটোমুদ্রণ সংস্করণের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন নীলরতন সেন [নীলরতন সেন ১৯৭৮ : ক]। *Caryagitikosa : Facsimile*

Edition নামে এটি প্রকাশ করে সিমলাস্থ ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিস (১৯৭৭)। ১৯৭৮ সালে এর একটি স্বতন্ত্র বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে *চর্যাগীতিকোষ* নামে। এতে চর্যার মূল পুঁথির প্রতিটি পৃষ্ঠার ফটোপ্রিন্ট রয়েছে। সঙ্গে নীলরতন সেনের পাঠ এবং পূর্বসুরীদের পাঠান্তর। মাইক্রোফিল্ম বা অন্য কোনোভাবে যাদের মূল পুঁথি দেখার সুযোগ নেই, চর্যাগীতিকোষ তাদেরকে সে-সুযোগ করে দিয়েছে। সিমলা থেকে প্রকাশিত (১৯৭৩) নীলরতন সেনের এ-বিষয়ক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ *A Prosodical Study of Caryagitikosa* [Niltatan Sen 1973]।

বাংলা একাডেমী থেকে সৈয়দ আলী আহসানের *চর্যাগীতিকা* প্রকাশিত হয় ১৯৮৪-তে [সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৫ : ৫]। একই প্রতিষ্ঠান তার *চর্যাগীতি-প্রসঙ্গ* প্রকাশ করে ১৯৮৫ সালে। এই গ্রন্থে মুনি দত্ত-কৃত চর্যাগীতির সংস্কৃত টীকা মুদ্রিত হয়েছে। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য এতে শাস্ত্রী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, শহীদুল্লাহ্, বাগচী, পার কওয়ার্ন, তিব্বতি অনুবাদ ও মুনী দত্তের টীকা অবলম্বনে পাঠ ও পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত গ্রন্থাবলির বাইরে চর্যাপদের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর *চর্য্যাপদ* (১৯৪৩)-এ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত *Obscure Relgious Cults* (১৯৪৬) ও *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি* (১৯৬৬) গ্রন্থে ; সুখময় মুখোপাধ্যায় *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম* (১৯৫৩)-এ, অতীন্দ্র মজুমদার *চর্যাপদ* (১৯৬১) ও *The Charyapadas* (১৯৬৭) -এ, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু *Functional Analysis of Old Bengali Structure* (১৯৭৬)-এ, আহমদ শরীফ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্যের প্রথম খণ্ডে* (১৯৭৮), আনিসুজ্জামান *স্বরূপের সন্ধানে* (১৯৭৬) এবং এস. এম. লুৎফর রহমান *বৌদ্ধ চর্যাপদ* (১৯৮৪) গ্রন্থে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় নেপালে বজ্রাচার্যদের গীত থেকে সংগৃহীত শশিভূষণ দাশগুপ্তের *নব চর্যাপদ* (১৯৮৯), যা চর্যাপদ সম্পর্কে নতুন বিবেচনার অবকাশ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাভাষী অঞ্চল ছাড়াও ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি স্থানে চর্যাপদ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার। বাংলার মতই অসমীয়া, উড়িয়া, মৈথিলি, ভোজপুরী — এমন কি হিন্দী ভাষীরাও চর্যাকে তাদের সাহিত্যের আদি নিদর্শন মনে করেন। এই ধারার মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও ধর্মবীর ভারতী।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের *হিন্দী কাব্যধারায়* (১৯৪৫) চর্যার প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন রয়েছে [সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৫ : ৩]। তাঁর *পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলীতে* (১৯২৭) রয়েছে চর্যাকারদের প্রমাণ্য জীবনী (Muhammad Shahidullah ১৯৭৪ : XI]। এছাড়া সরহের কয়েকটি চর্যা রয়েছে লেখকের দোহাকোষ (১৯৫৭) গ্রন্থে

[Kvaerne ১৯৮৬ : ১৫]।

প্রয়াগ থেকে হিন্দীভাষায় প্রকাশিত ধর্মবীর ভারতীর *সিদ্ধ সাহিত্য* (১৯৫৫) চর্যা-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ [সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৫ : ৩-৪]। এতে রয়েছে চর্যার ধর্মীয় আদর্শ, সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাষা ও ছন্দ, নাথ সাহিত্যের উপর চর্যার প্রভাব, চর্যাকারদের জীবনী, প্রভৃতি বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনা। গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিব্বতি খোদাই কাজ থেকে গৃহীত ২০ জন চর্যাকারের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে [Kvaerne১৯৮৬ : ১৪]।

অসমীয়া ভাষায় *চর্যাপদ* শীর্ষক গ্রন্থ (১৯৭৩) লিখেছেন পরীক্ষিত হাজারিকা এবং চর্যাপদ ও আসামী বরগীতার তুলনা করেছেন (১৯৯৩) মঞ্জু চক্রবর্তী, উড়িয়ায় *চর্যাগীতিকা*-র রচয়িতা (১৯৬৫) খগেশ্বর মহাপাত্র, মৈথিলীতে *বৌদ্ধগান্‌মে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত* (১৯৬৯) নামে জয়াধরী সিংহ প্রমুখ। এছাড়াও অসমীয়া, উড়িয়া ও মৈথিলী সাহিত্য ও ভাষার প্রধান ইতিহাসকাররা সকলেই চর্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে বাণীকান্ত কাকতি ও সুভদ্র ঝার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের প্রতি আগ্রহ ও এক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চার ফলে ভারতবর্ষের বাইরেও চর্যাগীতি নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার সংখ্যা নগণ্য নয়। এর মধ্যে কাহ্নের গান নিয়ে কাজ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টিফেন বেয়ার (*The Buddhist Experience : Sources and Interpretations*, ১৯৭৪), কবীরের দোহার উপর চর্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন লিন্‌ডা হেস (*The Bijak of Kabir*, ১৯৮৯), সিদ্ধাদের নিয়ে টনি স্মিড (*The Eighty Five Siddas*, ১৯৫৮) এবং সরহের গান নিয়ে হারবার্ট গুন্‌টার (*The Royal Song of Sarah*, ১৯৮৪)। জাপান, চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশেও দীর্ঘদিন ধরে চর্যাগীতিকারদের নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চলছে।

ভারতবর্ষের বাইরে চর্যাগীতি নিয়ে অসাধারণ গবেষণা করেছেন অসলোর পার কাওয়ান। ১৯৭৩ সালে অসলো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এই গবেষণার জন্যে ডক্টরেট ডিগ্রী দান করে [Kvarne ১৯৮৬: XI]। পরে (১৯৭৭) কাওয়ান-এর গবেষণা *An Anthology of Buddhist Tantric Songs* নামে মুদ্রিত ও পুনর্মুদ্রিত (১৯৮৬) হয়।

An Anthology of Buddhist Tantric Songs গ্রন্থে কাওয়ান চর্যার পাঠ দিয়েছেন প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা জুড়ে। এতে রয়েছে প্রতিটি চর্যার পাঠান্তরসহ মূল পাঠ ও এর ইংরেজি অনুবাদ, মুনি দত্তের টীকা ও ব্যাখ্যা, তিব্বতী পাঠের তুলনা, ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, প্রভৃতি। সূচনা অংশে রয়েছে চর্যার পাঠ, তিব্বতি অনুবাদ, ভাষা,

চর্যাকারদের জীবন, চর্যার কাল, প্রভৃতি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা। ভারতবর্ষের ভেতরে ও বাইরে চর্যাচর্চার সামগ্রিক ধারায় পার *কাওয়ানের* গ্রন্থটি অতুলনীয়।

শতবর্ষের চর্যাচর্চার এই ধারায় কিছুদিন পূর্বে যুক্ত হয়েছে হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদের *A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry* (১৯৯২)। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড প্রকাশিত এই বইটিই এ-নিবন্ধের আলোচ্য।

২

A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry মূলত দুই অংশে বিভক্ত। এর প্রথম অংশ নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিন্যস্ত :

১. Introduction (১-৩) ;
২. The History of Ancient Bengal (৪-১২) ;
৩. The History of Bengali Language (১৩-১৫) ;
৪. Other Literature of the Same Period (১৬-১৭) ;
৫. The Text (১৮-১৯) ;
৬. The Siddhas (২০-২২) ;
৭. The Carya Authors (৩৩-৩৭) ;
৮. The Imagery of the Caryagiti (৩৮-৪০) ;
৯. The Social Background (৪১-৪৩) ;
১০ Women in the Carya Poems (৪৪-৪৫) ;
১১. The Language and Influence of the Carya Poems on Bengali Poetry (৪৬)।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ৫০টি চর্যাগীতির ইংরেজি অনুবাদ (৪৭-৯৫)। দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের রচিত চর্যাগীতির সমশ্রেণির তিনটি কবিতাকে গ্রন্থের পরিশিষ্ট (৯৮-১১০) হিসেবে গণ্য করা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে সহায়ক চিত্রাবলি মুদ্রিত হয়েছে ৭৬ পৃষ্ঠা জুড়ে। গুণ ও সংখ্যায় এর অনেকগুলিই অসাধারণ। এই চিত্রগুলি হলো :

চর্যাকারদের চিত্র (২৩-৩২) ;

প্রচলিত চর্যাগীতির প্রতিচিত্র (১১-১৩১ ও ১৭১-১৭২) ;

চর্যাগীতির দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির চিত্র (১৩২-১৬৫) ;

নবচর্যাপদের প্রতিচিত্র (১৬৬-১৬৭) ;

তাঞ্জুরের কয়েকটি পৃষ্ঠা (৯৯-১০২১ ; প্রভৃতি।

গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে এক পৃষ্ঠার গ্রন্থপঞ্জি দিয়ে।

৩

চর্যাগীতির বহু সংখ্যক বাংলা পাঠ এবং অন্তত চারটি ইংরেজি অনুবাদ ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ সত্ত্বেও হাসনা মওদুদ কেন একটি নতুন সংকলনের উদ্যোগ নিলেন। লেখিকার ভাষায় :

> ... main objective here is to provide an anthology in English of the poems from Sastri's Text. There have been three attempts to translate the caryagiti into English but in no case did any of the scholars have access to the original manuscript, depending instead on Tibetan and Mongolian translations and on the Sanskrit notes provided in the manuscript by the Sanskrit commentator, Munidatta.
>
> The need to publish an up-to-date translation is particularly urgent, since the original palm-leaf manuscript in Nepal appears to be missing and is therefore no longer available to scholars of the Caryagiti. My translation is, for the first time, entirely based on the primary source and on a microfilm copy of the original manuscripts in my posession (পৃ. ২)।

বিদেশী ভাষায় চর্যার অনুবাদ শুরু করেছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তাঁর পাঠ-নির্ধারণ ও অনুবাদের ভিত্তি ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুদ্রিত গ্রন্থ, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মূল পুথির প্রতিলিপি, সংস্কৃত টীকা, তিব্বতি পাঠ এবং চর্যার লিপি, ভাষাতত্ত্ব ও ছন্দ [Muhammad Shahidullah ১৯৭৪ : ii] পরবর্তী সময়ে সুকুমার সেন *Indian Linguistics*-এ (১৯৪৮) 'Old Bengali Texts of Caryagitikosa' নামে, শশিভূষণ দাশগুপ্ত *Obscure Religious Cults* (১৯৪৬)-এ আংশিক এবং অতীন্দ্র মজুমদার *The Caryapadas : A Treatise on the Earliest Bengali Songs* (১৯৬৭)-এ চর্যার অনুবাদ দিয়েছেন। এর কোনোটিকেই শুধু তিব্বতি ও মঙ্গোলীয় অনুবাদ বা সংস্কৃত টীকা-নির্ভর অনুবাদ বলা সমীচীন হবে না।

এ-ছাড়াও দু'টি পাঠের বিষয়ে এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হয়। প্রথমটি নীলরতন সেনের *Caryagitikosa : Facsimile Edition* (১৯৭৭)। এতে নীলরতন সেন শুধু মূল কপির প্রতিলিপি ব্যবহারই করেন নি, সেটি ছেপেও দিয়েছেন। দ্বিতীয় পার কাওয়ানের *An Anthology oF Buddhist Tantric Songs*

(১৯৭৭)। এটিতে চর্যাপদের অনুবাদসহ এত পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে যে এটিকে চর্যাপদ-পাঠকোষ বলা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত এ-ধরনের গবেষণায় মূল পুঁথি দেখা বা এর মাইক্রোফিল্ম দেখা বা তার *ফটো কপি* দেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, বিশেষত অনুবাদের ক্ষেত্রে।

৪

A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry গ্রন্থে হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ ৫০টি চর্যার অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে। ৪ ও ৬ নম্বর চর্যার নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন যথাক্রমে ত্রিচক্র ও হরিণের প্রতীক নিয়ে। অনেক চর্যার নীচে টেরাকোটা চিত্রের প্রতিকৃতি আছে, তবে এর উৎস এবং ব্যবহারের কারণ স্পষ্ট নয়।

হাসনা মওদুদ দাবি করেছেন যে তাঁর এই অনুবাদ মূল পুঁথি-নির্ভর, একথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মূল পুথি থেকে হাসনা কোনো বাংলা পাঠ নির্মাণ করেছেন কিনা, তা এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় না। তাই কোন পাঠের তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, তাও পাঠকের অজানাই থেকে গেছে।

অন্য অনুবাদগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হবে যে হাসনা তাঁর অনুবাদে শব্দ ও বাক্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাব পরিবর্তন করেছেন। যেমন, প্রথম চর্যার ক্ষেত্রে—

[হাসনা মওদুদ]

The body is like the finest tree, with five branches.
Darkness enters the restless mind.

Strengthen the quantity of Great Bliss, Says Luyi.
Learn from asking the Guru.

Why does one meditate ?
Surely one dies of happiness or unhappiness.

Set aside binding and fastening in false hope.
Embrace the wings of the Void.

Lyui says : I have seen this in meditation.
Inhalation and exhalation are seated on two stools.

[মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্]

The body is an excellent tree. Five only are its branches.
Time (the agent of destruction) enters the unsteady mind.

Making (it) steady measure the great pleasure. Lui says,
"Know by asking the *Guru* (preceptor)".

Why are all the concentrations practised ?
One is surely caused to die by pleasure or pain.

Avoiding binding and fastening (of *yogic* postures), the hope of the cheats,
Oh ! bring closely to (your) side the Void party (in embrace).

Lui says, "We have seen (the Void) in meditation,
Seated on the two seats of inhalation and exhalation."

[পার কাওয়ান]

The body is an excellent tree; (it has) five branches;
The mind, unsteady, has been penetrated by Time.

Making it firm, measure Great Bliss. Lui says :
Having asked the Guru, you shall know.

What is achieved by all the *samadhis* ?
In pleasure and pain one inevitably dies.

Having abandoned *yogic* postures by the door ?
Oh! clasp to your side the fan of gold!

Lui says: by me, seated on the seat of inhalation and exhalation,
It is seen in a glimpse.

এর সঙ্গে সুকুমার সেন ও শশিভূষণ দাশগুপ্তের অনুবাদ উপস্থাপন করলেও হাসনার সঙ্গে তাদেরও পার্থক্য দেখা যায়। স্পষ্টত হাসনা মওদুদ তাঁর পাঠে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই অনেক পরিবর্তন করেছেন। এই গ্রন্থের সমালোচনায় মনসুর মুসা দেখিয়েছেন যে এ-ধরনের পরিবর্তন সমীচীন হয় নি [Monsur Musa ১৯৯৫ : ১৯৪-৯৬]। মনে রাখা দরকার, এ-জাতীয় গবেষণায় পুরানো পাঠ বা পাঠসমূহকে ভুল প্রমাণ না করে নতুন পাঠ প্রদান নিশ্চিতভাবেই বির্তক সৃষ্টি করবে।

অনুবাদের ভাব ও ভাষা সম্পর্কে হাসনা মওদুদ ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> In translating these poems I have been struck by their simplicity and grace and I have attempted to use simple English in order to make them more readable. Whilst I have kept as close as possible to the original, I have also tried to retain a local flavour. Both in my translations and commentaries I have avoided burdening the reader with notes, strictly adhering to the view that the poems should speak for themselves. I have diliberately treated them with a light hand so as not to overburden them with my own interpretations of their meanings and inner-meanings. After all, who can be sure what the poets really meant ? Besides, if everything were to be explained , it would dilute the mystic qualities of the poem (পৃ. ৩)।

হাসনা মওদুদ তাঁর সংকলনে ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক চর্যারও ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পার কাওয়ান প্রমুখের অনুবাদে এগুলি নেই। হাসনা দাবি করেছেন যে তাঁর 'English translation based on the Bengali text itself' (পৃ. ১৯)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথি অবলম্বনে যাঁরা চর্যার পাঠ তৈরী করেছেন, তারা ঐ তিনটি চর্যার পাঠ দেননি স্বভাবতই। তবে প্রবোধচন্দ্র বাগচীসহ তিব্বতি-সূত্রের সাহায্য নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তারা ঐ চর্যাগুলির তিব্বতি পাঠ ও সংস্কৃত ছায়া দিয়েছেন [Prabodh Chandra Bagchi ১৯৩৮ ; ৫৩-৫৫. ১০৩]। তা অবলম্বনে সুকুমার সেন *চর্যাগীতি-পদাবলী* গ্রন্থে এর 'ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপে এবং মুলের রূপ আবছায়া রকমে পুনর্গঠিত' করেছেন [সুকুমার সেন ১৯৫৬ : ১]। কিন্তু হাসনার অনুবাদ এবং প্রবোধ বাগচীকৃত সংস্কৃত ছায়া ও সুকুমার সেনের পাঠের মধ্যে অনেক পার্থক্য। যেমন ২৪ সংখ্যক চর্যার ক্ষেত্রে :

[প্রবোধচন্দ্র বাগচী]

যদা চন্দ্র উদিতঃ ভবতি।
তদা চিত্তরাজঃ নির্মলঃ ভবতি
মোহমলং চিহ্নং গুরু-উপদেশনা।
আয়তনেদ্রিয়াণি গগনং প্রাপ্তানি।।
খসম-বীজং যত খসম যাতি।
আত্মনং বৃক্ষাৎ ভূবনত্রয়ং ছায়াং বিস্তৃণতি।।
যথা সূর্যং উদিত্বা রত্রিম অপসারয়তি।
ভব-সমুদ্রস্য মোহতিমিরং প্রকর্ষতং দূরীকরতি।।
যথা হংসরাজঃ জলং গ্রহণপতি।
ভবং খাদ্য উই কাহ্নেনা কথ্যতে।।

[সুকুমার সেন]

যেমন চাঁদ উদিত হয়
তখন চিত্তরাজ শোভা পায়।

মোহমল গুরু-উপদেশে যায়,
আয়তন ইন্দ্রিয় গগনে প্রবেশ করে।

খসম-বীজ যাহা খসমে যায়,
নিজ বৃক্ষ হইতে ত্রিভুবনে ছায়া বিস্তার করে।
যেমন সূর্য উঠিলে রাত্রি পোহায়,
ভবসমুদ্রের মোহ তেমনি অপসৃত হয়।

যেমন রাজহংস জল নেয় না,
(তেমনি) ভব সংগৃহীত হয়,–কাহ্ন কহে ।।

[হাসনা মওদুদ]

Like the moon the soul rises.
Illusion disperses with advice from Guru.

The senses rise to the sky.
The seed is planted in the sky
Which penetrates three worlds.

When the sun rises, night disappears.
All illusions are cleared.

Like the swan which drinks milk only from milk-water
so should the substance of the world be drunk.

৫

গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে হাসানা মওদুদের *A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry* তাঁর গবেষণার ফল। তবে কোথায় কখন কিভাবে তিনি এই গবেষণা করেছেন, সে-তথ্য এতে নেই। অন্যান্য তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি জার্মান সরকারের Kulturhilfe বৃত্তি পেয়েছেন এ-কাজে, নেপাল ও ভুটানে তথ্য ও পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করেছেন এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুবাদ কেন্দ্রের রবার্ট পাইনের উৎসাহ পেয়েছেন অনুবাদের ক্ষেত্রে। মঙ্গোলিয়ার কিছু উপকরণের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, তবে সেখানে তিনি গিয়েছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।এই বহুদেশব্যাপ্ত গবেষণায় হাসনা মওদুদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ও অবদান চর্যাপদের একটি দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার। নেপালের রাজদরবার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম পুঁথি আবিষ্কারের পর দীর্ঘ সময় দ্বিতীয় কোনো পাণ্ডুলিপির উল্লেখ কেউ করেন নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পি. কদ্দিয়ের *কাতালগ দু ফঁ তিবেতেঁ দাঁ লা বিবলিওথেক্ নাতিওনাল দ পারি* অবলম্বনে যে-তালিকা দিয়েছেন তাতে 'চর্য্যা' নাম আছে এমন পুস্তকের সংখ্যা ৯টি[৪]। তবে এর মধ্যে মুনি দত্ত ছাড়া বাকিগুলো আমাদের আলোচিত 'চর্যাপদ' নয়।

চর্যাপদের একটি দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়। পার কাওয়ান এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন:

In a personal communication to me Dr. Tarapada Mukherjee... reports that a second copy of Caryacaryaviniscaya has been found. It is apparently a later copy of the mss. that Sastri discovered in Nepal. It is written in c.17th century in Newari script and it

contains valuable variants. Collation of texts of the two mss. is essential for a definitive edition of the songs. [Kvaerne ১৯৮৬ : vii] ।

এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার পর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আর কোনো কাজ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সেদিক থেকে হাসনা মওদুদের অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। হাসনা মওদুদ লিখেছেন :

In 1984, I discovered a second manuscript of the Caryagiti, on paper, in the Asha Archive, a private collection in Nepal. I am presenting this second manuscript of the Caryagiti, which has not yet been published anywhere.At a first reading the two manuscripts seem to be quite similar. including the numbers of the missing poems in the palm-leaf manuscripts ..... The script in the second manuscript seems well defined. Although they seem to be similar, they must obviously stand as separate sources of the Caryagiti ....

গ্রন্থে এই পাণ্ডুলিপির বর্ণনা নিম্নরূপ :

Caryagiti : Recent Title 'Caryacarya Vichchoi Tika.
Language: Old Bengali Script Devnagari or Bhojpur not certain.
Incomplete : 3 Poems missing.
Material : Paper.
Condition : Good.
Folio : 69.
Place : Asha Archives, Kathmundu. Nepal.

দু'টি পাণ্ডুলিপি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে এর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। তবে দুটি'র পাঠের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই দরকার দ্বিতীয়টির পাঠোদ্ধার। হাসনা মওদুদ সেদিকে অগ্রসর হন নি; তবে অন্যের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন পুরো পাণ্ডুলিপিটি হুবহু মুদ্রণ করে। সেদিক থেকে তাঁর উদারতা প্রশংসনীয়।

হাসনা মওদুদ মনে করেছেন যে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটির উৎস শাস্ত্রীর পাণ্ডুলিপির সমকালীন অথবা 'older than, the manuscript found by Sastri' (পৃ. ২)। এর কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। হাসনা আশা করেছেন সে তাঁর প্রকাশনা 'will... encourage other scholars to search for old manuscripts which still lie buried in archives and temples and which are in danger of being destroyed' (পৃ. ২)। তাঁর এই আশা পূর্ণ হলে সাহিত্য-গবেষকেরা নিশ্চয়ই লাভবান হবেন।

৬

একটি নতুন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের বাইরে *Bengali Mystic Poetry* গ্রন্থে হাসনার আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ১৮ জন[৫] চর্যাকারের প্রতিকৃতি মুদ্রণ। এই ছবিগুলি নেওয়া হয়েছে ভুটানের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত *Pragnaparamita* থেকে। হাসনা মওদুদ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে 'প্রজ্ঞাপরামিতা' ৮ম/৯ম শতকে প্রথম তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়। হাসনা যে- সংস্করণটি ব্যবহার করেছেন তা বিংশ শতাব্দীর এবং চুইক গেলসন (Choik Gelsion) অনূদিত। ইতিপূর্বে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *চর্যাগীতি-প্রসঙ্গ* গ্রন্থে ১৮ জন চর্যাকারের রেখাচিত্র দিয়েছেন [সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৫পৃ.১৪-১৬]। তবে হাসনা প্রদত্ত চিত্র অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

এ-প্রসঙ্গে হাসনা মওদুদ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। সেটি হলো:

> While looking for authentic pictures of the Carya authors of the eighty-four siddhas I was able to see some paintings of exceptionally good quality in the ∫Lunsa Temple in Paro, Bhutan. The paintings were around a pillar inside a dark windowless second story temple, which appeared from the outside to be abandoned. On the second floor level, which is accessible only with great difficulty, the pillar exhibits all the siddhas in meditation or in various actions. Painted in vegetable colours they are as vibrant as if they had been painted yesterday. I regret that it has not been possible to illustrate them here except for one photograph which I took, at which the priest-guard became disagreeable (পৃ.২২)।

সূত্রটি এ-সকল চিত্র উদ্ধারে যে-কোনো প্রচেষ্টায় সহায়ক হবে।

এ-ছাড়াও এই গ্রন্থে রয়েছে অতীশ দীপঙ্কর[৬]কৃত 'চর্যাগীতি' (?)-র তিব্বতি অনুবাদের প্রতিলিপি (পৃ.১০০-০২) এবং নেপালে প্রাপ্ত 'new Carya songs

written in Bengali' (পৃ. ১৬৬-৬৭)-এর প্রতিলিপি। সঙ্গে রয়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যার *মাইক্রোফিল্মকপির* প্রতিলিপি (পৃ. ১১১-৩১)। ৪৭ পৃষ্ঠার টেরাকোটা চিত্রের নীচে পরিচয় দেওয়া হয়েছে Terracota Figurine of a Carya Poet। এর কি আদৌ কোনো ভিত্তি আছে ?

হাসনা মওদুদের তথ্য অনুসারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত তালপাতার পুঁথিটির ৮ পৃষ্ঠা ব্যতীত সবই হারিয়ে গেছে নেপালের রাজদরবার থেকে। বাঙালির ইতিহাসে এটি আরও একটি দুঃসংবাদ।

৭

তাঞ্জুর-এ চর্যার তিব্বতি অনুবাদ আছে, শাস্ত্রীই এ তথ্যটি আমাদের দিয়েছিলেন। পরে চর্যাগীতির অধিকাংশ গবেষণাতেই এ-প্রসঙ্গ আছে। তাঞ্জুর-এর চীনা এবং মঙ্গোলীয় সংস্করণ রয়েছে। নানা সংস্করণের মধ্যে নারথাঙ্গ সংস্করণে চর্যাগীতির অনুবাদ রয়েছে। এ-প্রসঙ্গে না হলেও হাসনা মওদুদ মঙ্গোলীয় তাঞ্জুর-এ চর্যার অবস্থান সম্পর্কে আমাদেরকে নতুন করে অবহিত করেছেন (পৃ. ১৮)।

ষাটের দশকের শুরুতে শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'নবচর্যাপদ' এবং বজ্রাচার্যদের নৃত্যগীত সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন [অতীন্দ্র মজুমদার ১৩৭৯ : ১৪-১৫]। হাসনা মওদুদ নেপালে সেটি অবলোকন করেছেন (পৃ. ১৯১)। বলা যায়, চর্যার সাধনা এখনো চলছে। হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদের এ-গ্রন্থ সেই ধারারই একটি অংশ।।

টীকা

১. এ প্রতিলিপিটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত রয়েছে (পুঁথি সংখ্যা ৮০৬৩)।

২. এই পুনর্বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা চর্যার কাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলা সাহিত্যের বর্ণনা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তবে কয়েকজন চর্যাগীতিকে বাংলা বলে মানেন নি। এঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৯৬ সালে [দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৮৫]। ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর ৭টি সংস্করণ হয়। সর্বশেষ সংস্করণেও দীনেশ সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শুরু করেছেন *শূন্যপুরাণ* দিয়ে (পৃ. ৪৯-৫৫) যদিও বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেন নি।

আহমদ শরীফও চর্যাগীতিকে বাংলা বলে স্বীকার করেন না।

৩. Tanjur-কেই সম্ভবত শাস্ত্রী 'তেঙ্গুর ' বলেছেন। তবে ভুটান বা তিব্বতে 'তাঞ্জুর'-এর উচ্চারণ কি তা আমাদের জানা নেই। ৮ম থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের যে-গ্রন্থগুলি তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, তা দু'শ্রেণির গ্রন্থে সংরক্ষিত—কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর।এ'দুটোর মোট খণ্ডসংখ্যা ৩৪৩। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাঠের ব্লকে মুদ্রিত এই অতি বৃহৎ আকারের গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ আছে—এর মধ্যে রয়েছে পিকিং ও মঙ্গোলীয় সংস্করণ। Darge Tanjur, Narthang Tanjur, প্রভৃতি তিব্বতের বিভিন্ন মঠে ছাপা তাঞ্জুর।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৯৩০-৩১ সালের দিকে তিব্বত ভ্রমণের সময় লাসার মুর মঠে ৩/৪ শত বছর আগে হাতে লেখা একটি তাঞ্জুরের ২৩৫ টি বেষ্টনী নিয়ে কাজ করেছিলেন [রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৯৮৯ : ১৬৮-৬৯]। তিনি মি-বঙ (১৬১৭-৮২) কৃত কাঠের ছাপ থেকে তাঞ্জুর মুদ্রণ করে অন্য অনেক মহামূল্যবান গ্রন্থসহ বাংলায় নিয়ে আসলেও কলকাতার কোনো প্রতিষ্ঠান তখন তা সংরক্ষণে রাজী হয় নি। [রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৯৮৯: ২০৯, ২২৪]। এই মূল্যবান গ্রন্থের কোনো কপি সম্ভবত বাংলা ভাষী অঞ্চলে নেই।

৪. এ-তালিকা নিম্নরূপ [দ্র. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৩; দ. , দ ., দ ., ২ ., ২দ ., ৪ ., ৫ ., ৫ ., ৬ .]:

(ক) মহাচার্য্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রচিত ও শীলচারিণ অনূদিত চর্য্যাগীতি; (খ) দীপঙ্কর পণ্ডিত অনূদিত চর্য্যাগীতিবৃত্তি ; (গ) মুনি দত্ত কৃত ও মহাপণ্ডিত কীর্ত্তিচন্দ্র অনূদিত চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তিনাম; (ঘ) মহাচার্য্য আর্য্যদেব রচিত চর্য্যামেলায়ন-প্রদীপ; (ঙ) শ্রদ্ধকরবর্ম্মণ্ রচিত চর্য্যামেলায়নপ্রদীপ; (চ) শাক্যমিত্রকৃত চর্য্যামেলায়নপ্রদীপনামটীকা; (ছ) সিদ্ধ কঙ্কণকৃত চর্য্যাদোহা-কোষগীতিকানাম ; (জ) আচার্য কিলপাদ রচিত দোহাচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টিনাম; (ঝ) আচার্য উপানহকৃত চর্য্যাদৃষ্ট্যনুৎপন্নতত্ত্ব-ভাবনা নাম ; (ঞ) উপাধ্যায় অশোকশ্রী কৃত আর্য্যমঞ্জুশ্রীচর্য্যামার্গ-বিধি।

৫. প্রজ্ঞাপরমিতা প্রকৃতপক্ষে কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর উভয়েরই খণ্ডবিশেষ। হাসনা মওদুদ এই গ্রন্থ থেকে অতীশ দীপঙ্করসহ ১৯ জন সিদ্ধার প্রতিকৃতি দিয়েছেন। এঁরা হলেন—লুইপা, কুক্কুরীপদ, বিরুপা, ভুসুকু, কাহ্নে (কৃষ্ণচারী), কাহ্নে (কৃষ্ণবজ্র), ডোম্বী, শান্তি, বীণাপদ, সরহ, তন্ত্রী, শবর, আর্যদেব, দারিক, ভেদপদ, কঙ্কণ, কম্বাম্বারা ও ধর্ম। হাসনা উল্লেখ করেছেন যে (পৃ.২৩) গুণ্ডরীপা, চাটিলপা, মহীধরপা, ঢেণ্ডণপা ও তাড়ক-এর প্রতিকৃতি তিনি সনাক্ত করতে পারেন নি। ইতিপূর্বে সৈয়দ আলী আহসান *চর্যাগীতি-প্রসঙ্গ* গ্রন্থে ১৮ জন এবং ধর্মবীর ভারতী *সিদ্ধ সাহিত্যে* ২০ জন সিদ্ধার প্রতিকৃতি [illegible]

প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে হাসনা মওদুদ রচয়িতাদের সে-তালিকা দিয়েছেন, নিম্নে আমরা ছকের সাহায্যে তা পার কাওয়ানের তালিকার সঙ্গে তুলনা করব:

চর্যা সংখ্যা	হা.ম. অনুসারে রচয়িতা	হা. ম. অনুসারে তিব্বতি নাম	পা. কা. অনুসারে রচয়িতা	পা. কা অনুসারে তিব্বতি নাম
১.	Luyi	Lu-i-pa	Lui	Lu-yi
২.	Kukkuri	Ku-ku-ri-pa	Kukkuri	Ku-kku-ri
৩.	Viruba	Bir-wa-pa	Birua	Bi-ru
৪.	Gundari	?	Gudari	Gu-nda-ri
৫.	Catilla	?	Dhama	Dharma/Dha-ma
৬.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ku
৭.	Kanha (Krishna)	×	Kanhu	Ka-hna
৮.	Kambalambara	La-ba-pa	Kamali	La-ba-pa
৯.	Kanha (Krishna)	×	Kanhu	Ka-hna
১০.	"	×	"	"
১১.	"	×	"	"
১২.	"	×	"	"
১৩.	"	×	"	"
১৪.	Dombi	Dom-bhi	Dombipada ?	×
১৫.	Santi	Santi–pa	Santi	Santi
১৬.	Mahidhara	?	Mahitta	Ma-hendra
১৭.	Vinapada	Bhi-na-pa	Vinapada ?	×
১৮.	Kanha (Krishna)	×	Kanhu	Ka-hna
১৯.	"	×	"	"
২০.	Kukkuri	Ku-ku-ri-pa	Kukkuri	Ku-kku-ri
২১.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ku
২২.	Saraha	Sa-ra-ha	Saraha	Sa-ra-ha
২৩.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ka
২৪.	Kanha (Krishna)	×	Kanhu	Ka-hna
২৫.	Tantri	Thagga-pa	?	Tha-ga
২৬.	Santi	Santi-pa	Santi	Santi
২৭.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ku
২৮.	Sabara	Sa-va-ri	Sabaro	Sa-wa-ri

২৯.	Luyi	Lu-i-pa	Lui	Lu-yi
৩০.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ku
৩১.	Aryadeva	Hphags-pa-lha	Ajadeba	'Phassgpa-lha
৩২.	Saraha	Sa-ra-ha	Saraha	Sa-ra-ha
৩৩.	Dhendhana	?	Dhendhana	Te-na-te-na
৩৪.	Darika	Darika	Darika	Da-ri-ka
৩৫.	Vade	?	Bhade	Bhadra/Bha-de
৩৬.	Kanha(Krishna	×	Kanhu	Ka-hna
৩৭.	Tadaka	?	Taraka	Ta-da-ka
৩৮.	Saraha	Sa-ra-ha	Saraha	Sa-ra-ha
৩৯.	"	"	"	"
৪০.	Kanha (Krishna)	×	Kanhu	Ka-hna
৪১.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ku
৪২.	Kanha (Krishna)	×	Kanha	Ka-hna
৪৩.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ku
৪৪.	Kankana	Kon-ka-na	Kankana	Kam-ka-na
৪৫.	Kanha (Krishna)	×	Kanhu	Ka-hna
৪৬.	Jayanandi	?	Jaanandi	Ja-ya-nnti
৪৭.	Dharma	Dharma Kirtti	Dhama	Dhanrm/Dha-ma
৪৮.	Kukkuri	Ku-ku-ri-pa	Kukkuri	Ku-kku-ri
৪৯.	Bhusuku	Bhu-su-ku	Bhusuku	Bhu-su-ku
৫০.	Sabara	Sa-va-ri	Sabaro	Sa-wa-ri

৬. অলোক চট্টোপাধ্যায় অনূদিত অতীশ দীপঙ্করের চর্যাত্রয়ের রূপ চর্যাগীতির অনুরূপ নয়। এর প্রথমটির শিরোনাম Caryagiti (তিব্বতি অনুবাদে spyod-pa'i-glu); দ্বিতীয়টির Caryagiti Svrtti এবং শেষোক্তটির Dipankara-sri Jnana-dharma-gitika। এর প্রথম দুটিতে নিম্নোক্ত ভণিতা রয়েছে :

১. Here ends the song of sila-carya by maha-acarya Dipamkara-srijnana; translated, revised and finalised by the Indian Pandita Vajrapani and lo-tsa-ba bhiksu Dharmaprajana (Choskyi-ses-rab).

২. Here ends the Caryagiti vrtti, translated by Dipankara and lo-tsa-ba jayasila.

প্রথম দুটির তুলনায় তৃতীয়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নিম্নে এর একটি মুক্ত অনুবাদ দেওয়া হলো :

বৌদ্ধকে প্রণাম/অভিবাদন
বিকল্পকে যদি তুমি জান একটি বিপদরূপে, যে বিপদজনক চোর;
তবে মহৎ সম্পদ 'শিলা'কে তুমি তার থেকে রক্ষা কর এবং তা নিরাপদে রাখ।

নির্বোধ হয়ো না এবং মোহনিদ্রায় ডুবে যেওনা দীর্ঘ রাতভর,
যার অন্য নাম সংসার।
মনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখো।
যদি ঘুমিয়ে যাও তাহলে তোমার ঘরে চোর ঢুকবে
এবং তোমার সম্পদ-'শিলা' চুরি যাবে।
'শিলা'র সম্পদ ছাড়া কোনো সমাধি হবে না
এবং সমাধি ছাড়া কোনো সূর্যোদয় হবে না।
সুতরাং, তোমার সমাধি রক্ষা কর।
একটি মুহূর্তের জন্যেও 'শিলা'র সম্পদকে সাধারণ ধন ভেবো না।
তাহলেই উদয় হবে উদিত সূর্যের মতো তত্ত্ব-জ্ঞান।
এভাবেই প্রভাত আসবে এবং সংসার সমাপ্ত হবে।

নির্বোধ হয়ো না।
তোমার চিত্তকে রক্ষা কর। (পৃ. ১১০)

স্পষ্টতই এর রূপ প্রচলিত চর্যাগীতির অনুরূপ নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

অতীন্দ্র মজুমদার ১৩৭৯ — *চর্যাপদ*। কলকাতা: নয়া প্রকাশ।

আনিসুজ্জামান ১৯৭৬ — *স্বরূপের সন্ধানে*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

আহমদ শরীফ
১৯৭৮ — *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বর্ণমিছিল।

এস.এম. লুৎফর রহমান
১৯৮৪ — *বৌদ্ধ চর্যাপদ*। ঢাকা

তারাপদ মুখোপাধ্যায়
১৩৮৫ — *চর্যাগীতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

দীনেশচন্দ্র সেন
১৯৮৫ — *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

নীলরতন সেন
১৯৭৮ — *চর্যাগীতিকোষ*। কল্যাণী।

মনীন্দ্রনাথ বসু
১৯৪৩ — *চর্য্যাপদ*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন
১৯৮৯ — *তিব্বতে সওয়া বছর* (অনূ. মলয় চট্টোপাধ্যায়)। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
১৯৬৬ — *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা।

১৯৮৯ — *নব চর্যাপদ*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়।

সুখময় মুখোপাধ্যায়
১৯৮৭ — *বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*। কলকাতা : ভারতী বুক স্টল।

সুকুমার সেন
১৯৫৬ — *চর্যাগীতি-পদাবলী*। বর্ধমান : বর্ধমান সাহিত্য সভা।

সৈয়দ আলী আহসান
১৯৮৫ — *চর্যাগীতি-প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩২৩　*হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

হিন্দী

ধর্মবীর ভারতী
১৯৬৮　*সিদ্ধ সাহিত্য*। এলাহাবাদ: কিতাব মহল।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন
১৯২৩　*পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী*। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস।
১৯৪৫　*হিন্দী কাব্যধারা*। এলাহাবাদ: কিতাব মহল।
১৯৫৭　*দোহাকোষ*। পাটনা : বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ।

অসমীয়া

পরীক্ষিত হাজারিকা
১৯৮৩　*চর্যাপদ*। গৌহাটি: লয়্যারস বুক স্টল।

মঞ্জু চক্রবর্তী
১৯৯৩　*চর্যাপদ আরু বরগীতা*। গৌহাটি : বনলতা।

উড়িয়া

খগেশ্বর মহাপাত্র
১৯৬৫　*চর্যা গীতিকা*। কটক : প্রেমদাস পাবলিশার্স।

মৈথিলি

জয়াধরী সিংহ
১৯৬৯　*বৌদ্ধগান্‌মে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত*। দ্বারভাঙ্গা।

ইংরেজি

Atindra Mojumdar
১৯৭৩
The Caryapadas : A Treatise on the Earliest Bengali Songs. Calcutta: Naya prokash.

Beyer, Stephan
১৯৭৪
The Buddhist Experience: Sources and Interpretations. Belmont: Dickenson.

Bijay Chandra Mazumdar
১৯২০
History of the Bengali Language Calcutta: University of Calcutta.

B. Kakati
১৯৪০
Assamese : Its Formation and Development. Gauhati: Gauhati University.

Dwijendra Nath Basu
১৯৭৬
Functional Analysis of Old Benali Structures. Calcutta: Basudha.

Guenther, Herbert V.
১৯৮৪
The Royal Song of Sarah. Seattle and London: University of Washington Press.

Hess, Linda
১৯৮৩
The Bijak of Kabir. San Francisco: North Point Press.

Kvaerne, Per
১৯৮৬
An Anthology of Buddhist Tantric Songs. Bangkok:White Orchid Press.

Monsur Musa
১৯৯৫
Book Review in *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh.* (Pp. 193-97). vol 40. no.1 Dhaka.

Muhammad Shahidullah
১৯৭৪
Buddhist Mystic Songs. Dhaka : Renaissance Printers.

Nilratan Sen
১৯৭৩
Early Eastern New Indo-Aryan Versification: A Prosodical Study of Caryagitiokosa. Simla: Indian Institute of Advanced Study.

Prabodh Chandra Bagchi
১৯৩৮
'Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryapadas' in *Journal of the Department of Letters*. vol xxx. Calcutta.

Schmid, Tony
১৯৫৮
The Eighty-Five Siddhas. Stockholm: Statens Etnografiska Museum.

Shasibhusan Das Gupta
১৯৭৬
Obscure Religious Cults. Calcutta: Firma KLM Private Ltd.

Subhadra Jha
১৯৫৮
The Foundation of the Maithili Language. London:

Suniti Kumar Chatterji
১৯৯৩
The Origin and Development of the Bengali Language. Calcutta: Rupa & Co.

Tarapada Mukherji
১৯৬৩
The Old Bengali Language and Text Calcutta: University of Calcutta.

টীকা